আজকের কাগজ

১২

তারিখ ... 18 AUG 1996

সমস্যার আবর্তে মাধ্যমিক কারিকুলাম

সীমিত সুযোগের দেশ বাংলাদেশ। এখানে একটা বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠলে চলে না। দক্ষতা লাভের পরও সুনির্দিষ্ট বিষয়ে সুযোগ সুবিধা ও নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব নয়। মাধ্যমিক স্তরে নতুন শিক্ষাক্রমে নবম শ্রেণীতে প্রি মেডিক্যাল ও প্রি ইঞ্জিনিয়ারিং চালু হওয়া প্রসঙ্গে কথাগুলো বলছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ। '৯৬ সাল থেকে মাধ্যমিক স্তরে অর্থাৎ ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীতে ২শ' ৪৫ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে চালু করা হয়েছে নতুন কারিকুলাম। এ কারিকুলাম নিয়ে বিদ্যালয়সমূহের ভোগান্তির শেষ নেই। জানুয়ারি মাসে কারিকুলাম চালু হওয়ার কথা থাকলেও বাজারে পাঠ্য পুস্তক সঙ্কটের কারণে নতুন বই পেতে শিক্ষার্থিদের প্রায় ৪ থেকে ৬ মাস সময় লেগে যায়।

অধিকাংশ স্কুল শিক্ষাবর্ষের শুরুতে জানতেই পারেননি কারিকুলামে প্রবর্তিত ব্যবস্থার কথা। কারিকুলামের নতুন ব্যবস্থায় বিজ্ঞান বিভাগ রয়েছে দু' টো গ্রুপ। একটা হলো মেডিক্যাল আরেকটি ইঞ্জিনিয়ারিং। ফলে নবম শ্রেণীর বিজ্ঞানের শিক্ষার্থিরা বা একই সঙ্গে বিজ্ঞানের ৪টি বিষয় অর্থাৎ পদার্থ, রসায়ন, জীব বিজ্ঞান ও উচ্চতর গণিত নিতে পারেনি। তার মানে নবম শ্রেণীতে নির্ধারিত হয়ে গেলো শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে চিকিৎসক হবে না প্রকৌশলী হবে যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে কতোটা যুক্তিসঙ্গত তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। বিজ্ঞানের শিক্ষার্থিরা একই সঙ্গে ৪টি বিষয় নিতে না পারলেও বাংলা ইংরেজি ও সাধারণ গণিতের ৫০০ নম্বরের অতিরিক্ত আবশ্যিক হিসেবে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে ধর্ম, কৃষি ও সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষা। যাতে রয়েছে ৩০০ নম্বর। ফলে আবশ্যিক বিষয়সমূহে মোট নম্বর হলো ৮০০ নম্বর।

এখানে প্রশ্ন হলো আবশ্যিক হিসেবে অতিরিক্ত বিষয় যদি নিতে হয়, তবে বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রিরা বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও পূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নেবে। তারা কেনোই বা ধর্ম কৃষি বা গার্হস্থ্য সমাজ বিজ্ঞানের মতো বিষয়সমূহ আবশ্যিক বিষয় হিসেবে নিতে যাবে। যা আদৌ বিজ্ঞান শিক্ষার্থিদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ নয়। অধিকন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৩টি বিষয় একই সঙ্গে আবশ্যিক হিসেবে নিতে পারছে না। বিজ্ঞানের দু' টো বিষয় হলো আবশ্যিক। ফলে বাংলা, গণিত, ইংরেজি, ধর্ম, কৃষি বা গার্হস্থ্য ও সমাজসহ মোট দাঁড়ালো ১০০০ নম্বর। এবং নবম শ্রেণীতে বিজ্ঞানের তৃতীয় বিষয়টি নিতে হয়েছে অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে।

কারিকুলামে নতুন সংযোজিত ৩টি বিষয় যদি অন্তর্ভুক্ত করতেই হয় তবে তা ঐচ্ছিক রাখাই সমীচীন ছিলো। ওই অবস্থায় শিক্ষার্থিরা বিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ আবশ্যিক বিষয় হিসেবে নিতে পারতো। '৯৬ সালের পূর্ববর্তী কারিকুলামে নবম শ্রেণীতে বিজ্ঞান শিক্ষার্থিদের পদার্থ, রসায়ন, উদ্ভিদ ও প্রাণীবিজ্ঞান ৪টি আবশ্যিক বিষয় ছিলো। পাশাপাশি ভূগোলও ছিলো। নতুন কারিকুলামে ভূগোলের বিশেষ গুরুত্বই দেয়া হলো না। ভূগোলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়টির মধ্যে। যাতে রয়েছে ৫টি ভাগ। ভাগগুলো হলো– সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল অর্থনীতি ও পৌরনীতি। একটি বই-এর মাধ্যমে অনেক জটিল বিষয়কে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের কাছে আরো জটিল হয়ে উঠছে। উপরন্তু এ বিষয়টি পড়ানোর জন্যে শিক্ষক নির্বাচনেও স্কুল কর্তৃপক্ষ হিমশিম খাচ্ছে। কারণ কোনো শিক্ষকের মধ্যে একই সঙ্গে ৫টি বিষয়ে অভিজ্ঞতার সমন্বয় পাওয়া সম্ভব নয়। আবার সমাজ বিজ্ঞানের জন্যে পিরিয়ড সংখ্যা রয়েছে সপ্তায় ৩টি। যা পাঠ্যসূচি সমাপ্ত করার জন্যে মোটেই পর্যাপ্ত নয়। তা ছাড়া শুধু সামাজিক বিজ্ঞান নয় পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, পদার্থ,

রসায়ন, গণিত ও নূতন পাঠ্য বিষয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্যেই যথেষ্ট জটিল।

কোটি কোটি টাকা খরচ করে নতুন কারিকুলাম চালু হলেও যারা কারিকুলাম বাস্তবায়ন করবেন তাদের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ একেবারেই উদাসীন বলছিলেন ঢাকার এক স্কুল শিক্ষক। তিনি বলেন, নতুন কারিকুলামের অধীনে নতুন পাঠ্য বিষয়, শিক্ষকরা প্রায়শ হিমশিম খাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের প্রণীত কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকরা অবগত নয়। অবশ্য নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের পক্ষকালীন একটা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল।

বিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় বাদ দিয়ে ধর্ম, কৃষি বা গার্হস্থ্য ও সামাজিক শিক্ষার মতো বিষয়গুলো আবশ্যিক করা নিরর্থক। এদিকে নতুন কারিকুলামে উচ্চতর গণিতকে ঐচ্ছিক তালিকাভুক্ত করায় অনেক স্কুল থেকে বিষয়টি তুলে দেয়া হচ্ছে। অথচ মাধ্যমিক পরবর্তী উচ্চ শিক্ষায় উচ্চতর গণিতকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই।

নতুন কারিকুলামের শিক্ষার্থিদের উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পরবর্তী উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে পড়বে মহাসঙ্কটে। কেনোনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক কোর্সে আবেদন করতে হলে অংক ও জীব বিজ্ঞান দু' টো বিষয়ই লাগে। যাদের দু' টো বিষয় এক সঙ্গে নেই, তারা আবেদন করতে পারে না। এ ছাড়া বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষার্থিদের জন্যে উচ্চতর গণিত ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাণিজ্যের হিসাব বিজ্ঞান থেকে শুরু করে ব্যবসা প্রশাসনে উচ্চতর গণিত ছাড়া কল্পনাই করা যায় না।

এবার আসা যাক বাধ্যতামূলক বিষয় ধর্ম ও গার্হস্থ্য বা কৃষি বিষয়ে। নতুন কারিকুলামে ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অথচ পাকিস্তান আমলেও মাধ্যমিক স্তরে ধর্ম বাধ্যতামূলক ছিলো না। পুরো বিশ্ব যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সামনে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে তখন ধর্মকে বাধ্যতামূলক করা মৌলবাদী চিন্তা চেতনার প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়।

জাতিসংঘ থেকে শুরু করে বিশ্বের তাবৎ দেশসহ বাংলাদেশে বলা হচ্ছে নারী-পুরুষ বৈষম্য নিরসনের কথা, অথচ মুখে এক কথা বললেও কাজে করা হচ্ছে ঠিক উল্টোটা। তার অকাট্য প্রমাণ মাধ্যমিক কারিকুলাম যেখানে ছাত্রিদের জন্যে গার্হস্থ্য আর ছাত্রদের কৃষি শিক্ষা। তবে বলা হয়েছে ছাত্রিরা চাইলে কৃষি শিক্ষা নিতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে বেশির ভাগ গার্লস স্কুলেই কৃষি শিক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা নেই। ফলে ছাত্রিদের বাধ্যতামূলকভাবেই নিতে হচ্ছে গার্হস্থ্য অর্থনীতি। নতুন কারিকুলাম বা শিক্ষাক্রম যার সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য এখন শিক্ষার্থী শিক্ষক ও অভিভাবক কারোকাছেই স্পষ্ট নয়। শিক্ষার্থিদের বিজ্ঞান মনস্ক দায়িত্বশীল, দক্ষ, সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা বর্তমানে প্রবর্তিত শিক্ষাক্রম বা কারিকুলামে শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হবে তা একমাত্র প্রনেতারাই হয়তো বলতে পারবেন।

জাহ্নবী দাস